78

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 06 JUL 1998 ... ...
পৃষ্ঠা: ৭ ... কলাম ... ৪ ......

কিন্ডার গার্টেন সমাচার

■ বিলকিস বানু ■

'কিন্ডার গার্টেন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে খেলার ছলে, খেলার সামগ্রী দিয়ে আনন্দ-হাসির মাধ্যমে বাচ্চাদের কিছু শেখানো হয়। তিন-চার বৎসরের শিশু খেলাতেই যার দিবা অবসান হওয়ার কথা, তারাই এই কেজি স্কুলের ছাত্র।

আমাদের দেশে এই কিন্ডার গার্টেন কালচার খুব বেশীদিনের নয়। স্বাধীনতার আগে ইংরেজী মাধ্যম স্কুলগুলিতে প্রথম শ্রেণীর আগে এক বছর পড়ানো হতো। এই শ্রেণীর নাম ছিল কেজি। গত পঁচিশ বছরে ঢাকা শহরে প্রচুর কেজি স্কুল গড়ে উঠেছে। ছোটমণি, ছোটফুল হরেক নামের কেজি স্কুলে রাজধানী সয়লাব প্রায়। এমনকি বসবাসের জন্য ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে তারই একটা কক্ষে স্কুল চালানোর মতো ব্যাপারও শহরে চলছে। গুণমান বিচারে শহরের কেজি স্কুলগুলিতে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীরগুলি অভিজাত এলাকায় অবস্থিত ছাত্ররাও অভিজাত মাধ্যম সম্পূর্ণই ইংরেজী। তিন বছরে প্রারম্ভিক শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। ভর্তির ছয় মাস আগেই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। টিউশন ফি প্রায় আকাশছুঁই। ভর্তির সময় জন্ম সার্টিফিকেট দাখিল বাধ্যতামূলক, তাই এক ক্লাসে এক বয়সী ছেলে-মেয়ের পড়া সুনিশ্চিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়ম-নীতি তেমন কঠিন নয়, অনায়াসে ছাত্র ভর্তি করা যায়, ছাত্র সংখ্যায়, বয়স কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। নিজস্ব পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয়। একই শ্রেণীতে বিভিন্ন বয়সী বাচ্চাদের পড়তে দেখা যায়। ফলে সকলে সমভাবে পাঠ অনুধাবন করতে পারে না। বকা-ঝকা, খাতায় মন্তব্য লিখে, অভিভাবক তলব করার মতো ব্যাপারও ঘটে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথায় তথায় বাসাবাড়ীর একটি দু'টি কক্ষে সীমাবদ্ধ কেজি স্কুলগুলি। এখানকার ছাত্ররা পাড়া সংলগ্ন, শিক্ষকমণ্ডলীও তেমনি একই পরিবারের কতিপয় সদস্য। শিশু শিক্ষা নয়, ঘরে বসে অর্থ-উপার্জনই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সময়ের দাবী মেটাতেই কেজি স্কুলের উদ্ভব-বিকাশ। যৌথ পরিবারে বাচ্চার বাবা-মা হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করতেন তাদের যাদুমণি ক,খ লিখতে পারছে। দাদা-দাদী, ফুফু-চাচার কাছে কখন যে শিশুটির বর্ণ পরিচয় ঘটে গেছে, তা তারা জানতেই পারেননি। এখনকার ছোট পরিবারে এমনটি ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই। বাচ্চা একটু বড় হয়ে উঠলেই মায়েরা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন কিভাবে একে লেখা শেখাবেন। একক পরিবারের কর্মজীবী মা প্রথমেই শরণাপন্ন হন পাড়ার কোন কেজি স্কুলের। উক্ত বালক বা বালিকা স্কুলের শুরুর ক্লাসটি হচ্ছে প্রথম শ্রেণী। এই শ্রেণীর পাঠ্যক্রম বুঝতে হলে প্রার্থীকে সাবলীলভাবে বাংলা-ইংরেজী পড়তে জানতে হবে। আবার মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বয়স ধরা হয়েছে ১৪ বছর। দশ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে সময়মতো পরীক্ষা দিতে হলে ছাত্রটিকে চার বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে পড়া দরকার এবং তারও আগে অক্ষর জ্ঞান সম্পূর্ণ হওয়া দরকার। মুখের কথা পরিষ্কার হয়নি এমন শিশুকে বর্ণমালার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে কেজি স্কুলের রয়েছে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা। দশ বছরের স্কুলজীবন কেজি কালচারের অন্তর্ভুক্তির কারণে বার, তের বছরে পৌঁছেছে। নার্সারী, কেজি নামে প্রথম শ্রেণীর আগে দু'টি কখনও তিনটি শ্রেণী পড়তে হয়। তিন বছরে শুরু করলেও বয়স প্রথম শ্রেণীতে ছয় মাধ্যমিকে ষোলতে গিয়ে ঠেকে। অবশ্য নবম শ্রেণীতে বোর্ড রেজিস্ট্রেশনের সময় বয়স কমিয়ে লেখা একটি প্রচলিত স্বাভাবিক ব্যাপার। যে কোন কেজি স্কুলে প্রারম্ভিক শ্রেণীতে ভর্তির সময় বলা হয়, ছাত্রটিকে কিছু না জানলেও চলবে। অথচ ক্লাস শুরুর সপ্তাহখানেকের মধ্যে দেখা যায়-তাকে বর্ণমালা লিখতে পড়তে দেওয়া হচ্ছে। ছোট্ট একটা নোটবুকে আগামী দিনের পাঠ লিখে দেওয়া হয় অমুক শিখবে, তমুক শিখবে। কী কৌশলে শিশুটিকে রাতারাতি লেখা শেখান যায়-মাননীয় টিচার তা বাতলে দেন না। ঠেলে-গুঁতিয়ে যদি বা লেখা শেখান হলো দ্বিতীয়বর্ষে শুরু হয়ে যায় শব্দ গঠন, বাক্য গঠনের পাঠ। একটি গাড়ী যদি 'একার' হয়, একটি আপেল কেন 'এ এ্যাপল' হবে না। শিশুর এই প্রশ্নে বা জবাব থেকে শিক্ষক-অভিভাবক উভয়ই তোতা পাখীকে সবক দিয়ে যান। প্রথম শ্রেণীর আগে নিজস্ব ঘরাণার পাঠ্যসূচী অবলম্বনে কেজি স্কুলগুলিতে যা পড়ান হয়, তাতে শিশুরা হয়তো বহু ইংরেজী শব্দ, কবিতা বানান, ছড়া অনর্গল নির্ভুল বলে যাওয়ার মিনি কম্পিউটার বনে যেতে পারে। তবে মূল ভিত্তি কতখানি শক্তপোক্ত হয় তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে যায়।

ব্যস্ত জীবন, ব্যস্ত বাবা-মা। সময় স্বল্পতার ভাইরাসে আক্রান্ত আজকের ছোট পরিবার। এরই মাঝে পথ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। শ্লেট, পেন্সিলে হাতে ধরে বাচ্চাটিকে লেখা শেখানোর সময় বের করা কষ্টসাধ্য। অথচ এ হলো বড় কর্তব্য। এই সমস্যার সমাধান কেজি স্কুল। আধো বোলের দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে স্কুলের বেঞ্চিতে গিয়ে বসতে হয়। হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো স্কুলের মিস্‌দের অন্ধ অনুকরণ মিছিলে শামিল হতে হয়। শুরুতে মা-বাবা নিশ্চিন্ত থাকেন স্কুলই তো সব শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবে, শুরু হওয়ার পর স্বপ্নভঙ্গ হয়। নোটবুক ভরা বাড়ীর কাজ, না পারার জন্য মন্তব্য ছাত্র, অভিভাবক দু'জনাকেই পীড়া দেয়। ধৈর্য সহনশীলতা, সহজ আন্তরিকতার সাথে শিশুর জন্য উপযোগী পদ্ধতিতে কাজ করলে চিত্র সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে পারে। মা-বাবার ভাবনা মুক্তিই শুধু নয়, শিশুর ভেতরই ক্রমশঃ স্কুলপ্রীতি জন্ম নেবে। প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুধাবনের পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে দু'তিন বছরের কিন্ডার গার্টেন শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। শিশু শিক্ষায় কিন্ডার গার্টেনের ভূমিকাকে অর্থবহ করে তোলার জন্য এর গতি প্রকৃতির পরিবর্তন হওয়া উচিত। অবশ্য স্কুলগুলিরও যে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা নেই তাও নয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহযোগিতা বা হস্তক্ষেপ তেমন না থাকায় এরা নিজস্ব নিয়মে চলে অভ্যস্ত। যথাযথ কিন্ডার গার্টেনসুলভ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার মতো পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা কোনটাই এঁদের নাই। ছাত্র বেতন ছাড়া আর কোন আর্থিক আগমন নেই, ফলে শিক্ষকের বেতন খুবই স্বল্প। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বাভাবিকভাবেই কেজি স্কুলে চাকুরী করতে চান না। অনভিজ্ঞ, শিশু মনস্তত্ত্বের বিন্দু-বিসর্গ জানে না এমন ব্যক্তিরা কেজি স্কুলে শিক্ষকতা করেন, এদের কাজ সুষ্ঠু সুন্দর হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। শিশু শিক্ষার ব্রত নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে সহিষ্ণু রীতি অনুসরণ করে শহরের অগণিত কেজি স্কুলগুলি যদি কাজ করে যায়। তবে আগামী প্রজন্ম প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হবে। একই সাথে জীবিকার ঘোরদৌড়ে ছুটন্ত আজকের অভিভাবকও নির্ভাবনার নিঃশ্বাস নেবেন এই ভেবে যে, মায়ের কোল ছেড়ে জীবনের জনারণ্যে পথ চিনে নিতে তার সোনামণিকে সহায়তা দিতে শুরু থেকেই রয়েছে সুচারু সুন্দর সঠিক বন্দোবস্ত। □